রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ২৯, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ কার্তিক ১৪২১ বঙ্গাব্দ/২৩ অক্টোবর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২৪৯-আইন/২০১৪।—নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৬ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়,—

(ক) "আইন" অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন);

(খ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত কোন ফরম।

(২) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই, তাহা আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **ভেজাল খাদ্য জব্দকরণ পদ্ধতি।**—(১) আইনের ধারা ৫৫ এর বিধান অনুযায়ী ভেজাল খাদ্যদ্রব্য জব্দ করিবার সঙ্গে সঙ্গে পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরম 'ক' অনুযায়ী উক্ত খাদ্যদ্রব্যের একটি জব্দ তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং যাহার নিকট হইতে উহা জব্দ করিবেন তাহাকে উক্ত তালিকার একটি কপি প্রদান করতঃ তাহার বা তাহার প্রতিনিধির নিকট হইতে ফরম 'খ' অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিবেন।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(২) পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জব্দকৃত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যাংশের ধারণপাত্র সিলগালা করিবার পর উহা অবিকল অবস্থায় নিরাপদ হেফাজতে রাখিবার জন্য খাদ্য ব্যবসায়ী বা তাহার প্রতিনিধিকে ফরম 'গ' মোতাবেক আদেশ প্রদান করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ী বা তাহার প্রতিনিধি উক্ত আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খাদ্য ব্যবসায়ী বা তাহার প্রতিনিধির নিকট হইতে উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবেন মর্মে একটি মুচলেকা গ্রহণ করিবেন।

৪। **প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতি।**—(১) আইনের ধারা ৭৮ এর বিধান মোতাবেক কোন খাদ্যের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ বরাবর কোন ব্যক্তি কোন অভিযোগ উত্থাপন করিলে অভিযোগ প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে উক্ত অভিযোগের সত্যতা অনুসন্ধানের জন্য উহার কোন কর্মকর্তাকে প্রশাসনিক তদন্ত পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিয়া কর্তৃপক্ষ বরাবর একটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ উহার কোন কর্মকর্তাকে তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করতঃ বিষয়টি প্রশাসনিক উপায়ে নিস্পত্তির জন্য দায়িত্ব প্রদান করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এতদ্‌বিষয়ে শুনানি গ্রহণের জন্য অবিলম্বে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করিবেন এবং দায়িত্ব প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে শুনানি সম্পন্ন করিবেন।

(৫) শুনানির তারিখে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং বা তাহার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিয়া তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

(৬) শুনানিকালে উত্থাপিত বক্তব্য বিবেচনান্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক এই আইনের যে বিধান লঙ্ঘন করা হইয়াছে তাহা অ-আমলযোগ্য অপরাধ, তাহা হইলে অভিযোগ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সংশোধনমূলক সময়াবদ্ধ ও আশু করণীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গৃহীত অপরাধটি আমলযোগ্য মর্মে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হইলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়েরের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে প্রতিপালিত বা সম্পাদিত হইয়াছে কিনা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কোন কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রশাসনিক অনুসন্ধান পরিচালনার মাধ্যমে অবগত হইবেন।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন পরিচালিত অনুসন্ধানের ভিত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, তদকর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালনে কোন ব্যক্তি ব্যর্থ হইয়াছে তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উপর অনুর্ধ্ব ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রদান করিবেন।

(৯) উপ-বিধি (৮) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সুপারিশ প্রাপ্ত হইবার পর কর্তৃপক্ষ তদবিবেচনায় জরিমানা আরোপ ও উহা আদায় করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(১০) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্তে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ফরম 'ঘ' অনুযায়ী সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন এবং সরকার উহা আইনের ধারা ৭৯ এর বিধান মোতাবেক নিষ্পত্তি করিবে।

(১১) কর্তৃপক্ষের আঞ্চলিক নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা তাহার জন্য নির্ধারিত অধিক্ষেত্রে এই বিধির আওতায় পরিচালিত প্রতিটি তদন্ত, মামলা, আপিল এবং খাদ্য আদালতের কার্যক্রম সংক্রান্ত দলিলাদির অনুলিপি সংরক্ষণ করতঃ কর্তৃপক্ষের আদেশ বাস্তবায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন।

৫। **বিধিমালার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ**।—এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (authentic english text) প্রকাশ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৬। **রহিতকরণ**।—এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে Bangladesh Pure Food Rules, 1967 এর যতখানি এই বিধিমালার বিধানের সহিত সম্পর্কিত ততখানি রহিত হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম ‘ক’
[বিধি ৩(১) দ্রষ্টব্য]
জব্দ তালিকা

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৫৫এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি, উক্ত আইন লংঘন বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায়, মেসার্স................. স্থলে রক্ষিত নিম্নবর্ণিত খাদ্যদ্রব্যসমূহ এবং তদসংশ্লিষ্ট দলিল-দস্তাবেজ জব্দ করিলাম।

ক্রমিক নম্বর	খাদ্যদ্রব্যের নাম	ব্যাচ নং	সংখ্যা	পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

দলিল-দস্তাবেজের সংখ্যা ও বিবরণ :

নিম্নবর্ণিত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে উপরি-উক্ত খাদ্যদ্যব্য জব্দ করা হইয়াছে।

নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর :

১।

২।

খাদ্য ব্যবসায়ী/প্রতিনিধির নাম ও স্বাক্ষর: পরিদর্শক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম 'খ'
[বিধি ৩(১) দ্রষ্টব্য]

স্বীকারোক্তি

আমি (নাম).....................................(ব্যক্তির ঠিকানা)...................................... এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, (প্রতিষ্ঠান).. (ঠিকানা) ....পক্ষে নিম্নবর্ণিত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন/আমদানি/প্রক্রিয়াকরণ/মজুদ/সরবরাহ/বিপণন/বিক্রয় করিয়াছি, যাহা পরিদর্শক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক জব্দ করা হইয়াছে।

ক্রমিক নম্বর	খাদ্যদ্রব্যের নাম	ব্যাচ নম্বর, মার্ক এবং উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	সংখ্যা	পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

সাক্ষ্যদাতার নাম ও স্বাক্ষর : খাদ্য ব্যবসায়ী/প্রতিনিধির নাম ও স্বাক্ষর

১।

২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম 'গ'

[বিধি ৩(২) দ্রষ্টব্য]

হেফাজত আদেশ

প্রতি,

খাদ্য ব্যবসায়ীর নাম ও ঠিকানা :

যেহেতু, নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৫৫ অনুযায়ী আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন নিম্নবর্ণিত খাদ্যদ্রব্য আমার নিকট ভেজাল/নকল/মিস্‌ব্রান্ডেড বা অনিরাপদ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে :

ক্রমিক নম্বর	খাদ্যদ্রব্যের নাম	ব্যাচ নম্বর, মার্ক এবং উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	সংখ্যা	পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

সেহেতু, আমি, পরবর্তী আদেশ প্রদান না করা পর্যন্ত, উল্লিখিত জব্দকৃত খাদ্যদ্রব্য অবিকল অবস্থায় আপনার নিরাপত্তা হেফাজতে রাখিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতেছি।

পরিদর্শক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম/স্বাক্ষর, স্থান ও তারিখ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

ফরম 'ঘ'
[বিধি ৪(১০) দ্রষ্টব্য]

প্রশাসনিক আদেশের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন

প্রতি,
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

১।	আপিলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)	:	....
২।	আপিলের তারিখ	:	....
৩।	যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে)	:	....
৪।	যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)	:	....
৫।	আপিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	....
৬।	আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	:	....
৭।	প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি	:	....
৮।	আপিলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন	:	....
৯।	অন্য কোন তথ্য যাহা আপিল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপিলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন	:	....

আপিলকারীর স্বাক্ষর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজ আহমদ
অতিরিক্ত সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd